জোট সরকারের পাঁচ বছর

মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মাদ ইউসূফ

জোট সরকারের পাঁচ বছর

আবুল কালাম মুহাম্মাদ ইউসূফ
(মোমতাজুল মুহাদ্দেছীন)

সৌজন্য কপি

খেলাফত পাবলিকেশন

www.pathagar.com

জোট সরকারের পাঁচ বছর

আবুল কালাম মুহাম্মাদ ইউসূফ

প্রকাশক
খেলাফত পাবলিকেশন-এর পক্ষে
মাহবুবর রহমান
৩৭, ধানমন্ডি, রোড নং ১০/এ
ধানমন্ডি, ঢাকা। ফোনঃ ৯১৪৪১০১

প্রকাশকাল
হিজরী ১৪২৭
ইংরেজী ২০০৬
বাংলা ১৪১৩

কম্পোজ
মুহাম্মাদ নূরুল কবীর
৪৩৫/এ-১, এলিফ্যান্ট রোড,
বড় মগবাজার, ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭
ফোন - ৮৩১২৪২৭, ৮৩৫৩০১০

প্রচ্ছদ ঃ এম. এ আকাশ

বিনিময় ঃ ৬.০০ (ছয় টাকা) মাত্র

প্রাপ্তিস্থানঃ
দারুল আরাবিয়া বাংলাদেশ
৪৩৫/এ-১, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭

www.pathagar.com

পেশ কালাম

আজ থেকে প্রায় দেড় বছর আগে **"জোট সরকারের অর্জনসমূহের খতিয়ান"** নামে আমার একটা লেখা কয়েকটি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই লেখাটি পড়ে বেশ কয়েকজন সুধী পাঠক লেখাটি তথ্য নির্ভর ও সুন্দর হয়েছে বলে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন। ফলে আমি আমার এ লেখাটি আমার লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের উপরে কয়েকটি প্রবন্ধের সাথে একত্র করে বিগত ২০০৫ সনের আগষ্ট মাসে সংকলণ আকারে প্রকাশ করেছিলাম। আমার ঐ লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর আরও প্রায় দেড় বছর জোট সরকার ক্ষমতায় থেকে বিগত ২৯শে অক্টোবর কেয়ারটেকার সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে। শেষ এই দেড় বছরে বেশ কিছু কল্যাণকর কাজ জোট সরকার আনজাম দিয়েছে। আমি ঐ কাজগুলিকেও জোট সরকারের পূর্বের অর্জনের সাথে যোগ করে পুস্তিকাকারে পাঠকের খেদমতে হাজির করলাম।

আমি আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানার নাম দিলাম "জোটে সরকারের পাঁচ বছর"। কেননা জোট সরকারের বহুবিধ সাফল্যের সাথে সাথে কতিপয় ক্ষেত্রে ব্যর্থতারও কিছু কথা-বার্তা জনগণের মধ্যে আছে। আমি নিরপেক্ষভাবে সেটাকেও আমার লেখায় তুলে ধরেছি। অন্যদিকে আমি তুলনামূলকভাবে পূর্ববর্তী আওয়ামীলীগ সরকারেরও কাজের কিছু বিবরণ দিয়েছি। যাতে পাঠক দুই সরকারের কাজকে তুলনা করে যাচাই করতে পারেন, কোন্ সরকার জনগণের জন্য অধিকতর কল্যাণকর ছিল।

তাং ০১/১২/২০০৬

আবুল কালাম মুহাম্মাদ ইউসূফ
বাড়ী নং ৩৭, রোড নং ১০/এ
ধানমন্ডি, ঢাকা

www.pathagar.com

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

জোট সরকারের সাফল্য	৫
জোট সরকারের ১নং সাফল্য	৬
জোট সরকারের ২নং সাফল্য	৭
জোট সরকারের ৩নং সাফল্য	৭
জোট সরকারের ৪নং সাফল্য	৭
জোট সরকারের ৫নং সাফল্য	৮
জোট সরকারের ৬নং সাফল্য	৮
জোট সরকারের ৭নং সাফল্য	৯
জোট সরকারের ৮নং সাফল্য	১০
জোট সরকারের ৯নং সাফল্য	১১
জোট সরকারের ১০নং সাফল্য	১৩
জোট সরকারের ১১নং সাফল্য	১৪
জোট সরকারের ১২নং সাফল্য	১৫
জোট সরকারের ১৩নং সাফল্য	১৫
জোট সরকারের কতিপয় ক্ষেত্রে ব্যর্থতার অভিযোগ	১৬
ভারতীয় মুদ্রার বাংলাদেশী মানে ভারতীয় মূল্য তালিকা	১৭
বিদ্যুৎ খাতে ব্যর্থতার অভিযোগ	১৯
দূর্নীতি উচ্ছেদে ব্যর্থতার অভিযোগ	২০
দলত্যাগী কতিপয় সুবিধা বঞ্চিত বিএনপি নেতার অভিযোগ	২১

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জোট সরকারের সাফল্য

আমাদের দেশের বেশীরভাগ পত্র-পত্রিকা সেকুলার ও বামঘেষা। হাতে গোনা কয়েকটি পত্রিকা এর ব্যতিক্রম মাত্র। বামপন্থি আন্দোলন ও বামপন্থিদের সাথে এদেশের জনগণের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। জনগণ তাদের বামঘেষা রাজনীতি ও ধর্ম বিদ্বেষী চিন্তা-চেতনা আদৌ পছন্দ করেনা। বিগত ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল এর প্রমান। ঐ নির্বাচনে বামদলগুলি সম্মিলিতভাবে ১৪৬টি আসনে তাদের প্রার্থী দাঁড় করিয়ে একটি সিটও লাভ করতে পারেনি। উপরন্তু তারা এত কম ভোট পেয়েছে যে, ১৪৩টি আসনে জামানত হারিয়েছে। জনগণ যেমন প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের ধর্ম বিদ্বেষী চিন্তা চেতনা তেমনি প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের রাজনীতি। অথচ আমাদের দেশের পত্র পত্রিকা পড়লে মনে হবে তারাই যেন এদেশের রাজনীতিতে নিয়ামক শক্তি।

এসব বামঘেষা ধর্মহীন পত্র-পত্রিকার কাছে জাতীয়তাবাদী ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতির তেমন কোন মূল্য নেই। ফলে সদ্য বিদায়ী জাতীয়তাবাদী জোট সরকারের ভাল কাজগুলোও তাদের কাছে মূল্যহীন। বিগত পাঁচ বছরে বিদায়ী জোট সরকারের জনগণের কল্যাণে কৃত বেশ কিছু উত্তম কাজের তাদের পত্র পত্রিকায় কোন স্বীকৃতিই নেই। এর হয়ত অন্যতম কারণ জাতীয়তাবাদী দলের ইসলামী দলের সাথে মিলে যৌথ সরকার গঠন করা। কেননা এ পত্রিকাগুলি তাদের ধর্ম বিদ্বেষী রাজনীতির পথে জোট সরকারকে অন্তরায় মনে করে।

আমি আমার এ ক্ষুদ্র লেখাটিতে জোট সরকারের বিগত পাঁচ বছরের সাফল্য ও ব্যর্থতার একটা চিত্র তুলে ধরতে চাই। যাতে পাঠক নিরপেক্ষভাবে সদ্য বিদায়ী জোট সরকারের ও পূর্ববর্তী আওয়ামীলীগ সরকারের ক্রিয়া কর্ম যাচাই করে উভয় সরকারের ভূমিকাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারে।

www.pathagar.com

আমি আমার এ লেখাটিতে জোট সরকারে সকল সাফল্যের বিবরণ এজন্য দেইনি যে, তাতে লেখার কলেবর বৃদ্ধি পাবে। আর কর্মব্যস্ত পাঠকের পক্ষে সময় বের করে লম্বা লেখা পাঠ করা সম্ভব হবেনা, তাই কতিপয় প্রধান প্রধান সাফল্যের চিত্র তুলে ধরেছি। আর যে কয়টি ক্ষেত্রে চেষ্টা করেও জোট সরকার আশানুরূপ সফলতা অর্জন করতে পারেনি। তার কারণও বর্ণনা করেছি। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে জোট সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরছি।

জোট সরকারের ১নং সাফল্য

জাতিকে নকলবিহীন পরীক্ষা উপহার। দেশের সচেতন নাগরিকরা সকলেই অবহিত আছেন যে, বিগত আওয়ামী সরকারের আমলে কি জঘণ্যভাবে ছাত্র সমাজ পরীক্ষার হলে নকলবাজিতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। বর্তমান ছাত্র সমাজ আমাদের ভবিষ্যত, তারাই অনতিবিলম্বে পর্যায়ক্রমে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহন করবে। সুতরাং তারা যদি নকলবাজ হয়, আর তাদের বিদ্যা যদি হয় ভেজাল মিশ্রিত তাহলে এসব নকলবাজ বিদ্যা বুদ্ধিতে দুর্বল লোকেরা কিছুতেই ভালভাবে প্রশাসন চালাতে সক্ষম হবেনা। আমরা দেখেছি বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে পরীক্ষার হল গুলোতে নকলের হাট বসত। আর এক শ্রেণীর শিক্ষক ও অভিভাবক নকল সরবরাহে সহযোগিতা করত। টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস আর ভূয়া সার্টিফিকেট খরিদের কাজও সমানে চলছিল। আমি বিদায়ী জোট সরকারের সুযোগ্য শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক এবং প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, তারা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে পরীক্ষাকে নকলমুক্ত করে আমাদের ভবিষ্যৎ জেনারেশনকে রক্ষা করেছেন। এখন ছাত্ররা পড়াশোনায় বেশ মন দিয়েছে। কেননা তাদের বিশ্বাস জন্মেছে যে, এখন আর নকল করে পাশ করা সম্ভব হবেনা। ফলে লেখা-পড়ার মান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্রমাগত পরীক্ষায় ভাল ফলাফল আসছে। এটা ছিল এমন একটা উত্তম কাজ যেটা জোট সরকারের অবদানকে ইতিহাসে স্মরনীয় করে রাখবে।

www.pathagar.com

জোট সরকারের ২নং সাফল্য

সময়মত বছরের প্রথম দিকে ছাত্র ছাত্রীদের হাতে পাঠ্যবই পৌছিয়ে দেয়া। বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে সরকার তাদের দলীয় একটি সংস্থাকে পুস্তক প্রকাশের মনোপলি দিয়েছিল। ফলে বছর ঘুরে যেত, ছাত্র-ছাত্রীরা বই হাতে পেত না। সদ্য বিদায়ী জোট সরকার উপরোক্ত মনোপলি ভেঙ্গে দিয়ে বেশ কয়েকটি প্রকৃত যোগ্য প্রকাশনা সংস্থাকে পুস্তক প্রকাশনার দায়িত্ব বন্টন করে দিয়েছিল। ফলে বছরের সূচনাতেই ছাত্র ছাত্রীরা বই হাতে পেয়ে যেত। বিগত পাঁচ বছরে এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি।

জোট সরকারের ৩নং সাফল্য

মাদ্রাসা তথা দ্বীনি শিক্ষার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকারের সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার অপসারন। আওয়ামী লীগ সরকার বেশ কিছু মাদ্রাসার অনুদান বন্ধ করে দিয়েছিল। আর নূতন মাদ্রাসা এমপিভূক্ত করাও বন্ধ রেখেছিল। জোট সরকার ক্ষমতায় এসে বন্ধ অনুদান চালু করে দিয়েছিল এবং নূতন মাদ্রাসা এমপিভূক্ত করার প্রক্রিয়াও শুরু করে দিয়েছিল। আওয়ামীলীগ সরকার কলেজ সমূহে ইসলামীয়াতের শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছিল। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের জায়গায় নূতন শিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছিলনা। আর নূতনভাবে যারা কলেজে ইসলামী বিষয় খোলার অনুমতি চাচ্ছিল তাদেরকেও অনুমতি দেয়া হচ্ছিলনা। অর্থাৎ শিক্ষার সকল ক্ষেত্র হতে ইসলামী তথা ধর্মীয় শিক্ষাকে বিদায় করার ব্যবস্থা করেছিল। জোট সরকার ক্ষমতায় এসে ইসলামী শিক্ষার উপর হতে উপরোক্ত সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে দিয়েছিল।

জোট সরকারের ৪নং সাফল্য

অবহেলিত মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার ও মান উন্নয়ন। আলেম সমাজ তথা ইসলামী জনতার দীর্ঘদিনের দাবী ছিল ফাজিল ও কামিলকে ডিগ্রী ও মাষ্টার্স-এর মান প্রদান। জোট সরকার তার নির্বাচনী ওয়াদা মোতাবেক এ দাবী পূরণ করে সংসদে আইন পাশ করেছে। এখন হতে মাদ্রাসার ডিগ্রীধারীরা বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে বিসিএস ক্যাডারভূক্ত হতে পারবে।

www.pathagar.com

ফলে সরকারী চাকুরিতে প্রবেশের পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এটা ছিল জোট সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ যার ফলে দেশের আলেম সমাজসহ ইসলামী জনতা জোট সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। তদুপরী কওমী মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি দানও জোট সরকারের একটি উত্তম পদক্ষেপ। ফাজিল ও কামিলের মান প্রদানের ব্যাপারে সংসদে আইন পাশ হলেও সিলেবাস সংস্কার, এফিলিয়েটেড ইসলামী ইউনিভার্সিটিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনসহ বেশ কিছু কাজ শিক্ষা মন্ত্রালয়ের করণীয় আছে। জোট সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষা পেলেই এ কাজ গুলি দ্রুত সম্পন্ন করা যাবে। অন্যথায় আবার মাদ্রাসা শিক্ষা ও দ্বীনি শিক্ষার পথে জোট ছাড়া অন্য কোন সেকুলার দল ক্ষমতায় আসলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

জোট সরকারের ৫নং সাফল্য

রাজধানী ঢাকাকে দোষণমুক্ত করা। রাজধানী ঢাকা পৃথিবীর একটি ঘনবসতিপূর্ণ মহানগরী। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে এ শহরে লক্ষাধিক পেট্রোল চালিত বেবী টেক্সি (অটো রিক্সা) চালু ছিল। ঐ বেবী টেক্সিগুলো হতে অব্যাহতভাবে পেট্রোল পোড়ান কালো ধোয়া যেমন বের হত, তেমনি অস্বাভাবিক শব্দও করত। ফলে কালো ধোয়ার মাধ্যমে শুধু আবহাওয়াই দুষিত হচ্ছিল না বরং নগরবাসীরা রাস্তায় বের হলে শব্দ তুষনেরও শিকার হত। জোট সরকার ক্ষমতায় এসে পেট্রোল চালিত বেবী টেক্সি মহানগরী থেকে বের করে দিয়ে গ্যাস চালিত ও চার ষ্ট্রোক বিশিষ্ট ট্যাক্সি চালু করেছে। অন্যদিকে ২০ বছরের পুরান বাস চলাচল ঢাকা নগরীতে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। ফলে নগর বাসীরা হাওয়া দুষন ও শব্দ দুষন উভয় বিপদ থেকে নিস্কৃতি পেয়েছে।

জোট সরকারের ৬নং সাফল্য

ঢাকা মহানগরীকে যানযটমুক্ত করার লক্ষ্যে শতশত কোটি টাকা ব্যয়ে একাধিক ফ্লাই ওভার নির্মাণ। প্রকাশ থাকে যে, জোট সরকারের আমলে মহানগরীতে এই প্রথমবার ফ্লাইওভার নির্মাণ শুরু হল। ইতিপূর্বে কোন ফ্লাইওভার নির্মাণ হয়নি।

www.pathagar.com

জোট সরকারের ৭নং সাফল্য

সন্ত্রাস নির্মূল করে দেশের জনগণের জান মালের নিরাপত্তা বিধান। জোট সরকারের ক্ষমতা গ্রহনের পূর্বে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশে তিন ধরনের সন্ত্রাস চালু ছিল।

১নং : ক্ষমতাসীনদের ছত্রছায়ায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। আওয়ামী লীগ এমপি জয়নাল হাজারী ফেনী ও তার পাশ্ববর্তী এলাকায় এমপি ও হুইপ আবুল হাসানাত ও তার সন্তানেরা ঢাকায় ও বরিশালে, এমপি শামীম ওসমান নারায়নগঞ্জে, এমপি কামাল মজুমদার ও তার সন্তানেরা মীরপুর ও ঢাকা মহানগরীতে, আওয়ামী নেতা মাষ্টার আবু তাহের লক্ষ্মীপুরে নর হত্যা ও মানুষের সম্পদ লুন্ঠনসহ নারকীয় তান্ডব শুরু করে রেখেছিল। এমনকি বি. এন.পির জেলা সভাপতি এ্যাড. নূরুল ইসলামকে নৃশংসভাবে হত্য করে টুকরা টুকরা করে বস্তায় ভরে মেঘনা নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছিল। আর আওয়ামী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদেরকে পোষকতা দিয়ে যাচ্ছিল। ফলে তারা তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতা নির্বিঘ্নে বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু জোট সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে জনরোষ ও প্রশাসনের ভয়ে সন্ত্রাসের গডফাদার এসব এমপিরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে পাশ্ববর্তী দেশে আশ্রয় নিয়েছে। এ পর্যন্ত তারা দেশে ফিরে আসতে সাহস করেনি। তারা অপেক্ষা করছে ২০০৭ সনের নির্বাচনে যদি আওয়ামী লীগের ভাগ্যে পরিবর্তন আসে তাহলে তারা দেশে ফিরবে। বিদায়ী জোট সরকারের কোন এমপি, মন্ত্রী কিংবা নেতা সন্ত্রাসী কর্ম কান্ডকে প্রশ্রয় দেয়নি। ফলে দেশ হতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পুরাপুরি অবসান ঘটেছে।

২নং : সন্ত্রাসের দ্বিতীয় প্রকারটি ছিল, রাজনৈতিক শ্লোগানের আড়ালে সন্ত্রাস। আমাদের দেশের কতিপয় প্রয়াত বামপন্থী নেতা কমিউনিষ্ট কায়দায় বিপ্লব সাধনের জন্য তাদের কর্মীদেরকে বিপ্লবের মন্ত্র দিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে দিয়েছিল। ঐসব নেতারা এখন আর জীবিত নেই। অন্যদিকে কমিনিউজমের সাগরে ভাটির টান পড়ায় এসব কমিউনিষ্ট কর্মীরা কমিনিউজম হতে নিরাশ হয়ে

www.pathagar.com

পড়েছে। তবে অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের কাতারে শামিল হয়ে কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকার্জনের ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা তাদের নেই। তাই তারা অবৈধ অস্ত্রের সাহায্যে ডাকাতি, রাহজানি, হত্যা ও ভাড়াটে খুনী হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে অর্থ উপার্জন করছিল। জোট সরকারের যৌথ বাহিনীর অপারেশন, অতঃপর র‍্যাবের সফল অপারেশনের ফলে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। এখন দেশের কোথাও রাজনৈতিক শ্লোগানের আড়ালে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড আর চলছেনা।

৩নং : তৃতীয় ধরনের সন্ত্রাস ছিল পেশাদার সন্ত্রাসীদের অর্থ উপার্জনের জন্য সন্ত্রাস। এরা দলবদ্ধ হয়ে ব্যাংক, ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে হামলা চালিয়ে মানুষকে খুন ও জখম করে অর্থ ও মূল্যবান সম্পদ লুট করে নিয়ে যেত। তারা ধনী ব্যবসায়ী ও ধনবান লোকের স্কুলগামী সন্তানদেরকে ধরে নিয়ে গুম করে অর্থের বিনিময় ফেরত দিত। আর অর্থ না পেলে হত্যা করত। আওয়ামী সরকারের আমলে কোন পিতা-মাতাই সন্তানদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারতনা। অত:পর জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহনের পরে উপরোক্ত সন্ত্রাস নির্মূলের পদক্ষেপ গ্রহন করে। ফলে জোট সরকারের সুগঠিত র‍্যাবের অপারেশনে এরা প্রমোদ গুনছে। বর্তমানে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতিতে ব্যবসায়ীরা, স্কুলগামী ছাত্রের ধনবান পিতা-মাতারা ও জনসাধারণ স্বস্তি ও নিরাপত্তাবোধ করছে। এভাবেই জোট সরকার সন্ত্রাস নির্মূলের নির্বাচনী ওয়াদা পূরণ করে জনমনে স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছে।

জোট সরকারের ৮নং সাফল্য

এক শ্রেণীর বিভ্রান্ত লোকের ইসলামের নামে বোমাবাজি ও জঙ্গী তৎপরতার মুলোৎপাটন। আমাদের দেশে সন্ত্রাসী কায়দায় বোমা হামলার ধারাবাহিক কালচার প্রথম শুরু হয় আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৯ সনের মার্চ মাসে যশোর শহরের উদিচীর সাংকৃতিক অনুষ্ঠানে এক মর্মান্তিক বোমা হামলার মাধ্যমে। অতঃপর আওয়ামী সরকারের আমলে

www.pathagar.com

খুলনা শহরে আহমাদীয়া মসজিদে, গোপাল গঞ্জের বানীয়ার চরের খৃষ্টান গীর্জায়, ঢাকায় সিপিবির জনসভায়, রমনা বটমূলের বৈশাখী মেলায় এবং নারায়নগঞ্জসহ দেশের কয়েকটি স্থানে। আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিটি বোমা হামলার দায়িত্ব কোন প্রমাণ ছাড়াই সাথে সাথে বিরোধী দল অর্থাৎ বিএনপির ঘাড়ে চাপিয়ে বিরোধী দলকে শায়েস্তা করার চেষ্টা করে। ফলে প্রকৃত বোমাহামলাকারীরা আড়াল হয়ে যায়। প্রকৃত পক্ষে আওয়ামী লীগ সরকার খোলামন নিয়ে প্রকৃত বোমাহামলাকারীদেরকে খোজার বা ধরার কোন চেষ্টাই করেনি। আওয়ামী লীগ সরকার বিদায় নেয়ার পরে জোট সরকারের আমলেও আড়ালে চলে যাওয়া ঐসব বোমাবাজ অপরাধীরা মাজার ও আদালতসহ বেশ কয়েকটি জায়গায় বোমা হামলা চালায়। তখন আবার আওয়ামীলীগ এসব বোমাহামলার দায়িত্ব জোট সরকারের ঘাড়ে চাপাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। অথচ এটা পাগলেও বুঝে যে, স্বয়ং সরকার বোমাবাজীর মাধ্যমে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে নিজের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করবে কেন? বরং জোট সরকার বিরোধী দলের ভিত্তিহীন প্রোপাগণ্ডায় কান না দিয়ে প্রকৃত বোমাবাজদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে গ্রেফতার, তাদের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার ও তাদেরকে বিচারের কাঠ গড়ায় দাড় করিয়ে বোমা সন্ত্রাসকে নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছে। সন্ত্রাসীদেরকে চিহ্নিত করা, তাদেরকে পাকড়াও করে বিচারের সম্মুখীন করার ব্যাপারে গোয়েন্দা বাহিনী, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, আলেম সমাজ ও দেশের শান্তিপ্রিয় আপামর জনসাধারণ সহযোগিতা ও অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেও আওয়ামী লীগ এসব বাস্তব ঘটনাকে নাটক বলে হাস্যকর ও অবিশ্বাস্য কথা বলতেও দ্বিধা করেনি। ইসলামের নামে এক শ্রেণীর জঙ্গীদের বোমা সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন করতে সক্ষম হওয়ায় জোট সরকার দেশে ও বিদেশে প্রসংশিত হলেও আওয়ামীলীগ এতে ঈর্ষান্বিত।

জোট সরকারের ৯নং সাফল্য

দেশের সামগ্রিক আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে আর্থিক ব্যবস্থাকে দৃঢ় অবস্থানে দাড় করান। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আর্থিক ক্ষেত্রে চরম অব্যবস্থা বিরাজ করছিল। রিজার্ভ আশঙ্কাজনক হারে কমে গিয়ে ১০০ কোটি ডলারে নেমে গিয়েছিল। জোট সরকার ক্ষমতায় এসে রিজার্ভকে বাড়িয়ে তুলেছিল। জোট সরকারের ক্ষমতা ত্যাগের প্রাক্কালে রিজার্ভ প্রায়

www.pathagar.com

৪০০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে। আওয়ামী সরকারের আমলে রেমিটেন্স অর্থাৎ বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের বৈধ পথে অর্থ পাঠানোর পরিমান ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছিল। জোট সরকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের ফলে রেমিটেন্স রেকর্ড পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে বিদেশে কর্মজীবি মানুষ পাঠাবার সংখ্যা। রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে রপ্তানী আয়ও। আওয়ামী লীগ সরকার শেয়ার বাজারে নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে পাশ্ববর্তী অধিপাত্যবাদী দেশের কতিপয় পুঁজিপতিদেরকে শেয়ার বাজার হতে কোটি কোটি টাকা সরিয়ে নেয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল এবং পথে বসিয়ে দিয়েছিল অসংখ্য ছোট ছোট ব্যবসায়ীদেরকে। জোট সরকার শেয়ার বাজারে শৃংখলা ফিরিয়ে এনেছে। উন্নতি সাধন করেছে ব্যাংকিং ব্যবস্থার। পোষাক রপ্তানিতে কোটা সিসটেম উঠে যাওয়ার পরেও রপ্তানীতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া না পড়ে বরং রপ্তানী ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেতে পেতে একের অঙ্ক থেকে দুইয়ের অঙ্কে পৌছেছে। বর্তমানে শিল্পে আমাদের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ১৪.৪৫ শতাংশ আর আওয়ামী লীগের বিদায়ী বছর শিল্পে প্রবৃদ্ধি ছিল ৫.৪৮ শতাংশ অর্থাৎ জোট সরকারের আমলে শিল্পে প্রবৃদ্ধি দ্বিগুণে উন্নীত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জোট সরকারের সুযোগ্য শিল্প মন্ত্রী ও তার সহযোগীদের অবদান জাতি মনে রাখবে।

কৃষিতে প্রবৃদ্ধি আওয়ামী লীগের বিদায়ী বছরে ছিল ০.৬২ শতাংশ আর জোট সরকারের বিদায়ী বছরে উন্নীত হয়ে উহা ৪.৬৭ শতাংশ পৌছেছে। রপ্তানী আয় আওয়ামী সরকারের আমলের চেয়ে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জি,ডি,পির প্রবৃদ্ধি ছিল আওয়ামী আমলে ৪.৪২ শতাংশ আর জোট সরকারের বিদায়ী বছরে উহা উন্নীত হয়ে ৬.৭১ শতাংশে পৌছেছে। ফলে বিদেশী বিনিয়োগ কারীরা বিনিয়োগের জন্য ক্রমাগত এগিয়ে আসছে এবং দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এরই ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে মাথা পিছু আয় এবং জনগণের ক্রয়ক্ষমতা। রাজস্ব আয় ও রপ্তানী আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, শারীরিক প্রতিবন্ধীভাতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতার পরিমান ও ভাতা গ্রহনকরীর সংখ্যা পূর্ববর্তী আওয়ামী সরকারের তুলনায় অনেকগুণ বৃদ্ধি করেছে। আর্থিক ক্ষেত্রে সরকারে এসব ইতিবাচক পদক্ষেপের প্রশংসা বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক ও আই এফ এফও

www.pathagar.com

করেছে। "সম্প্রতি ইউ,এন, ডিপি (জাতি সংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী)-২০০৬ সালের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সংস্থার এই রিপোর্টে বাংলাদেশকে উল্লেখ করা হয়েছে এশিয়ান গোল্ডেন বয় হিসেবে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ এশিয়ার উদীয়মান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বলেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে"।

("দৈনিক যায় যায় দিন" ১১ই নভেম্বর' ২০০৬)।

কিন্তু খুবই আশ্চর্য, আমাদের দেশের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে এসব উন্নয়নমূলক কাজ বাধাগ্রস্থ করার জন্য আন্দোলনের নামে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নি সংযোগের মাধ্যমে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করছে। উদ্দেশ্য এসব ধ্বংসাত্মক তৎপরতা দেখে যাতে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এগিয়ে না আসে, দেশী বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। আর এর ফলে বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা ব্যাহত হয়ে দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে পাশ্ববর্তী অধিপত্যবাদী দেশটির পণ্য সামগ্রীর মার্কেট এখানে স্থায়ী হতে পারে।

জোট সরকারের ১০নং সাফল্য

কৃষি খাতকে যথাযথ গুরুত্বদান। আমাদের দেশের জনসংখ্যার ৮০ ভাগ যেমন কৃষক, তেমনি জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেকটাই এই খাত থেকে আসে। কর্মক্ষম জনগণের শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগের কর্মসংস্থান কৃষিখাতে হয়ে থাকে। কিন্তু অতীতে কোন সরকারই এখাতকে সবিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। চারদলীয় জোট সরকার কৃষি খাতকে গুরুত্বসহকারে গ্রহন করেছিল। মূল কৃষিখাতে বাজেট বরাদ্ধ প্রায় দ্বিগুন বাড়িয়েছিল। কৃষিতে ভর্তুকি পূর্ববর্তী আওয়ামী লীগ সরকারের চেয়ে কয়েকগুন বৃদ্ধি করেছিল। আওয়ামী সরকারের শেষ বছরে কৃষিতে ভর্তূকী দেয়া হয়েছিল ১০০ কোটি টাকা। জোট সরকার পর্যায়ক্রমে উহা বাড়িয়ে ১২০০ কোটি টাকায় উন্নীত করেছে। কৃষি ভিত্তিক শিল্প কারখানা নির্মাণে শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য ট্যাক্স হলিডে দান সহ বেশ কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। বিদেশে কৃষিপন্য রফতানীতে সাবসিডি দেয়া শুরু করেছে। আর ইতোমধ্যেই জোট সরকার ২০০৬ ও ০৭ সালের বাজেটে কৃষিতে ব্যবহৃত

www.pathagar.com

বিদ্যুৎ, কৃষি যন্ত্রপাতি, বীজ ও সার ইত্যাদিতে ভর্তুকী বৃদ্ধি করে কোন কোন ক্ষেত্রে ২০ হতে ৫০ ভাগ পর্যন্ত উন্নীত করেছে। হ্রাস করে দিয়েছে কৃষিঋণের সূদ। এসব ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহন করার ফলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের শেষ বছরে ধানের উৎপাদন ছিল মোট দুই কোটি সাতান্ন লক্ষ টন। বর্তমান বিদায়ী জোট সরকারের শেষ বছরে ধানের উৎপাদন পৌছেছে দুই কোটি সাতাশি লক্ষ টনে। গম ও ভূট্টার উৎপাদনও অতীতের চেয়ে অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে খাদ্য উৎপাদনে আমরা প্রায় স্বয়ংসম্পুর্ণতার কাছাকাছি পৌছে গিয়েছি।

জোট সরকারের ১১নং সাফল্য

ব্যবসার ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী আধিপত্যবাদী দেশের মনোপলি ভেঙ্গে পূর্বদিকের দরজা খুলে দেয়া। এর ফলে মায়ানমার, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, চায়না, জাপান, মালয়শিয়া ও ভিয়েতনামের সাথে আমাদের ব্যবসার পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। হয়ত এর কারনেই পাশ্ববর্তী আধিপত্যবাদী দেশটি ও তাদের এদেশীয় এজেন্টরা জোট সরকারের উপর ক্ষিপ্ত হয়েছে।

ভারতে বাংলাদেশী পণ্যের প্রচুর চাহিদা আছে। বাংলাদেশের এরকম ২৪টি পণ্যের উপর হতে ভারতের কাছে শুল্ক রেয়ায়েত চেয়েছিল। যাতে বাংলাদেশী পণ্য ভারতে বাজার পেয়ে যায় এবং তাতে আমাদের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক বৈষম্য কমে আসে। ভারত বাংলাদেশের আবেদনে সাড়া না দিয়ে উপরন্ত ২৪টি পণ্যের পরিবর্তে তাদের দেশের ৮১টি পণ্যের উপরে বাংলাদেশের কাছে শুল্ক রেয়ায়েত দাবী করে। এটা ছিল বাংলাদেশের আবেদন প্রত্যাখ্যানের একটি বাহানা। অবশেষে বাধ্য হয়ে বাংলাদেশ পূর্বদিকের পাশ্ববর্তী দেশ সমূহের সাথে ব্যবসার নূতন নূতন চুক্তি করা শুরু করে দিল। ভারতের কাছে বাংলাদেশের এ পদক্ষেপটি আদৌ গ্রহনীয় ছিলনা। ফলে আধিপাত্যবাদী দেশের এদেশীয় নিমক হালালরা বিভিন্ন দাবী দাওয়ার আড়ালে শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে দেশের আর্থিক অগ্রগতি ক্ষতি গ্রস্থ করে দেশকে পশ্চাতে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ দেশের আর্থিক স্বার্থে - পূর্ব দিকের দেশ সমূহের সাথে বণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন ছিল সময়ের অপরিহার্য দাবী।

www.pathagar.com

জোট সরকারের ১২নং সাফল্য

খুলনা শহর সংলগ্ন ভৈরব নদীর উপর রূপসা ব্রীজ নির্মাণ। প্রকাশ থাকে যে, দেশের দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের সাথে মংলা বন্দরের তড়িৎ যোগাযোগের জন্য রূপসা ব্রীজ নির্মাণের দাবী ছিল এ অঞ্চলের লোকের দীর্ঘ দিনের একটি জনপ্রিয় দাবী। কিন্তু অতীতের কয়েকটি সরকার কয়েকবার ভিত্তি স্থাপন করলেও কার্যত কেহ রূপসা ব্রীজ নির্মাণে এগিয়ে আসেনি। জোট সরকারের আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় প্রায় হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে রূপসা ব্রীজের নির্মাণ কাজ ২০০৫ সালের মে মাসে শেষ হয়েছে। ফলে মংলা পোর্টের সাথে দেশের দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চলের যোগাযোগে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে।

জোট সরকারের ১৩নং সাফল্য

বড় ধরণের লোকসানী প্রতিষ্ঠান আদমজি জুট মিলকে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহন করে বন্ধ করে দেয়া। আদমজি জুট মিল ছিল দেশের সর্ববৃহৎ জুট মিল। পাকিস্তান আমলে নির্মিত লাভজনক এই জুট মিলটি বাংলাদেশ আমলে আওয়ামী লীগ সরকারের পাইকারী জাতীয় করনের ফলে লোকসানী প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়। ৩০ হাজার শ্রমিকের লালনকারী এই মিলটি প্রতি বছর জাতির কোষাগার হতে ৩০০শ কোটি টাকার লোকসান গুনছিল। ফলে মিলটি জাতির শরীরে রক্ত সরবরাহের পরিবর্তে রক্ত শুষে নিচ্ছিল। কিন্তু অতীতের কোন সরকারই শ্রমিকদের আন্দোলোনের ভয়ে মিলটি বন্ধ করার সাহস করছিল না। জোট সরকার শ্রমিকদেরকে এক কালীন ক্ষতিপূরণ দান করতঃ বিকল্প কর্ম সংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে হিম্মত করে মিলটি বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে সরকার বড় রকমের একটি আর্থিক লোকসান হতে দেশের অর্থনীতিকে মুক্ত করেছে। বর্তমানে আদমজীর পরিত্যক্ত বিশাল জায়গাকে জোট সরকার ইপিজেডে পরিনত করে বেশ কয়েকটি নুতন কারখানা স্থাপন করে প্রায় বিশ হাজার লোকের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। এখানের এই বিশাল এলাকায় আরও কতগুলো শিল্প-কারখানা স্থাপন করে লক্ষাধিক শ্রমিকের কর্ম-সংস্থানের পরিকল্পনা জোট সরকারের রয়েছে।

www.pathagar.com

আমার লেখায় আমি জোট সরকারের কতিপয় সাফল্যের বিবরণ নমুনাস্বরূপ ধারাবহিকভাবে তুলে ধরলাম। সকল সাফল্যের বিবরণ দিতে গেলে লেখার কলেবর বেশ বৃদ্ধি পাবে। তবে এ লেখা পড়েই পাঠক অনুধাবন করতে পারবেন যে, ঈর্ষা পরায়ন বিরোধীদল সমূহ ও বিদেশী নিমকখোর পত্রিকা সমুহের প্রপাগাণ্ডা কত ভিত্তিহীন ও অসত্য।

জোট সরকারের কতিপয় ক্ষেত্রে ব্যর্থতার অভিযোগ

জোট সরকারের বহুবিধ সফলতার পাশা-পাশি তিনটি ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কিছু কথা-বার্তা জনগণের মধ্যে আছে। এর একটি হল দ্রব্যমূল্য। অতীতের সাথে তুলনা করলে অবশ্যই দেখা যাবে যে, দ্রব্যমূল্য সত্যিই বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার প্রানান্তকর চেষ্টা করেও এ ক্ষেত্রে কাঙ্খিত সফলতা অর্জন করতে পারেনি। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় জোট সরকারের দুজন বানিজ্য মন্ত্রীকে বিদায় নিতে হয়েছে। এরপরও এ ক্ষেত্রে তেমন সফলতা আসেনি। বিদায়ী বাণিজ্য মন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ একজন ব্যবসায়ী পরিবারে লোক। তাছাড়া তিনি নিজেও একজন প্রথম শ্রেণীর ব্যবসায়ী। তিনি বার বার করে বলেছেন, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির দুটি কারণ। একটি হল মুক্ত বাজার অর্থনীতির ধকল। কেননা মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে মূল্য নিয়ন্ত্রণ খুবই মুশকিল। দ্বিতীয় কারণটি তিনি বলেছেন আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। আসুন এবার আমরা তার ঐ দাবীর যথার্ততা যাচাই করে দেখি।

আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য আমি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ কয়েকটি আরব দেশের দ্রব্য মূল্যের তালিকা সংগ্রহ করেছি। তাতে আমি দেখেছি আমাদের বিদায়ী বানিজ্য মন্ত্রীর কথা যথার্থ। আমি (লেখক) নিজে সম্প্রতি এই মাসে অর্থাৎ নভেম্বর ২০০৬ ভারতের কলিকাতা মহানগরী ও পশ্চিম বংগের কয়েকটি জেলা হতে দ্রব্য মূল্যের চার্ট সংগ্রহ করেছি যা ছক আকারে নিম্মে প্রদত্ত্ব হল। যা পড়ে পাঠক বুঝতে পারবেন যে, সত্যিই আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

www.pathagar.com

(ভারতীয় মুদ্রার বাংলাদেশী মানে ভারতের মূল্য তালিকা দেয়া হল)

দ্রব্যের নাম	দেশের নাম	
	বাংলাদেশ	ভারত
চাল (সাধারণে যা খায়)	১৭.০০-২০.০০	২০.০০-২৫.০০
আটা	২০.০০ -২৫.০০	১৯.৫০-২২.০০
পিঁয়াজ	১৫.০০-২০.০০	১৭.০০-২০.০০
রসুন	৭৫.০০-৮০.০০	৯৫.০০-৯৬.০০
আলু	২০.০০-২২.০০	২০.০০
মসুর ডাল	৬০.০০-৬৫.০০	৮০.০০-৮৪.০০
মুগ ডাল	৭০.০০-৭২.০০	৯৬.০০-৯৮.০০
ছোলা ডাল	৭০.০০	৮৫.০০-৯০.০০
চিনি	৪১.০০	৪০.০০
সরিষার তৈল লিটার	৭০.০০	৯০.০০
সোয়াবিন তেল "	৪৮.০০-৫৫.০০	৯০.৫০
ডিজেল তেল "	৩৩.১০	৫৪.৭৫
পেট্রোল "	৫৬.১০	৯৬.৬০

পাঠক ভারতে দ্রব্যমূল্যের উপরোক্ত পরিমান দেখে অনুধাবন করতে পারবেন যে ভারতে ও আমাদের দেশে উভয় জায়গায়ই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ভোজ্য তেল ও গাড়ীতে ব্যবহারের তেলের মূল্য ভারতে আমাদের দেশের তুলনায় বেশ বেশী। এছাড়াও মশুর, ছোলা, মুগের ডাল ও রসূনের দাম আমাদের দামের তুলনায় ভারতে বেশী। খাসীর গোস্ত, গরুর গোস্ত ও মুরগীর দাম পাশ্ববর্তী দেশের তুলনায় আমাদের দেশে অধিক নয়। কাঁচা তরকারী ও মাছের মূল্য তুলনামূলকভাবে আগের চেয়ে কিছু বৃদ্ধি পেলেও পাশ্ববর্তী দেশ সমুহের চেয়ে মোটেও বেশী নয়। আর মাছ ও তরকারীর মুল্য এর চেয়ে কমে পেলে তরি-তরকারী ও মৎস উৎপাদনকারীরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ফলে তারা উৎপাদনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে।

www.pathagar.com

পাঠক লক্ষ্য করবেন দেশে সরকারী কর্মচারী, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক,ব্যাংক-বীমাসহ সর্বস্তরের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বেতন ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ মিস্ত্রি, কাঠ মিস্ত্রি, ডেইলি লেবারসহ দিন মজুরদের মজুরীও পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক ও প্রয়োজন বটে। আমি কয়েকটি আরব দেশের দ্রব্যমূল্য যাঁচাই করে দেখেছি যে, সে সব দেশেও দ্রব্যমূল্য বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্মাণ সামগ্রী যেমন সিমেন্ট, রড ইত্যাদির মূল্যও সর্বত্রই বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু বাংলাদেশে নয়।

দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির ৩নং কারণ হল ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের কারসাজী। হাতেগোনা কয়েকজন বড় বড় ব্যবসায়ী, যারা আমাদের আমদানী বানিজ্য নিয়ন্ত্রন করে তাদের (অঘোষিত গোপন সিন্ডিকেটের) কারসাজী। অতি মুনাফা লোভী এসব ব্যবসায়ীরা জনগণের কল্যাণের কথা মোটেই চিন্তায় আনেনা। স্বার্থপর, অর্থলোভী ব্যবসয়ীরা যে দলেরই হোক (আওয়ামীলীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি) আর যে জাতেরই হোক (মুসলিম, হিন্দু, খৃষ্টান) অতি মুনাফা লাভের ব্যাপারে তারা এক জোট। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই।

সদ্য বিদায়ী জোট সরকার দ্রব্যমূল্য কমাবার লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য হতে আমদানী শুল্ক শতকরা ১০০% ভাগ রহিত করে দিয়েছে, যাতে দ্রব্য মূল্য কমে আসে। কিন্তু বাস্তবে এই অঘোষিত সিন্ডিকেটের কারসাজিতে দ্রব্যমূল্য তেমন কমেনি। অতি মুনাফালোভী, স্বার্থপর -এসব ব্যবাসায়ীদেরকে শায়েস্তা করার জন্য বিশেজ্ঞরা কঠোর আইন প্রনয়নের পরামর্শ দিয়েছে। আগত নির্বাচিত সরকারকে এ ব্যাপারে অবশ্যই পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। বর্তমান কেয়ারটেকার সরকার একেবারেই ক্ষনস্থায়ী। এদের সময়কাল মাত্র ৯০ দিন, এই দুর্বল ক্ষনস্থায়ী সরকারের আমলে আবার যথাসম্ভব সিন্ডিকেটের কারসাজীতে আটা ও সোয়াবিন তেলের মূল্য কোন কারণ ছাড়াই বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এর দায়িত্ব জোট সরকারের উপর বর্তায় না।

সময়ের ব্যবধান, আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধি ও মুক্তবাজার অর্থনীতির বাস্তবতা অবশ্যই আমাদেরকে মেনে নিতে হবে। অন্যদিকে যেকোন সজাগ সচেতন লোক অনুধাবন করবেন যে, দেশের সামগ্রিক আর্থিক

www.pathagar.com

অবস্থা উন্নতির দিকে। দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে, মাথাপিছু আয় বেড়েছে, বেড়েছে লোকের ক্রয় ক্ষমতা। কিন্তু জোট সরকারের প্রতি অসহিষ্ণু কিছু পত্র-পত্রিকা ও মিডিয়া চামচিকার মত দিনের আলোতে চোখ বুঝে থেকে এর কিছুই দেখতে পাচ্ছেনা।

বিদ্যুৎ খাতে ব্যর্থতার অভিযোগ

বিদ্যুৎ খাতে ব্যর্থতার কথাবার্তা যেমন জনগণের মধ্যে শোনা যায়। তেমনি আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীরাও এর বাস্তবতা অনুধাবন করছি। আমার অনুসন্ধানে এর মুল কারণ তিনটিঃ-

১. বাংলাদেশ-ভারত সহ অল্পোন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশ গুলিতে সরকারী, আধা-সরকারী ও বে-সরকারী খাতে সর্বত্রই দূর্নীতির ব্যাপকতা বেশ বিস্তারিত। তবে আমাদের দেশের বিদ্যুৎখাত এ ক্ষেত্রে সব খাতের শীর্ষে। বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দূর্নীতি সব বিভাগের দূর্নীতিকে হার মানিয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা মিলে দীর্ঘদিন ধরে সিস্টেম লসের নামে একটা মোটা অংকের টাকা লোপাট করার পরেও তারা বিভিন্ন উপায় বিদুৎ খাতকে দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত করে রেখেছে। পি. ডি. বির এসব ধুরন্ধর দূর্নীতি পরায়ন কর্মচারীরা এতই চতুর যে, কিছু দিনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রীরাও এদের চতুরতার কাছে হার মানতে বাধ্য হয়। তাছাড়া বিদ্যুৎ স্থাপনা সমূহে বিদেশী নিমকখোর অনুসারীদের অন্ত র্ঘাতমূলক কাজের আশংকাকেও উড়িয়ে দেয়া যায়না।

২. দ্বিতীয় কারনটি হল জোট সরকারের ব্যাপক হারে বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারণ। বিদায়ী চারদলীয় সরকার সারাদেশে যেমন নুতন নূতন শিল্প-কারখানা স্থাপন করেছে, তেমনি সারাদেশে শত শত মাইল পাকা সড়কও নির্মাণ করেছে। আর এসব সড়ক ও কলকারখানায় ব্যাপক হারে বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারণ করেছে। ফলে বিদ্যুতের চাহিদা উৎপাদনের তুলনায় অধিক বেড়ে গিয়ে বিদ্যুৎ ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বিদ্যুতের এই ঘাটতি পূরন করার জন্য জোট সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির একটা মহা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। পুনরায় জোট সরকার ক্ষমতায় আসলে ঐ পরিকল্পনা কার্যকরী করে বিদ্যুতের ঘাটতি পূরন হবে বলে আশা করা যায়।

www.pathagar.com

৩. তৃতীয় কারন হল যারা আমাদের উন্নয়নে ঈর্ষান্বিত তাদের কিছু অনুচর বিদ্যুৎ স্থাপনা সমূহে কর্মরত আছে। তারা অন্তর্ঘাতমূলক কাজের মাধ্যমে বিদ্যুত বিভ্রাট ঘটিয়ে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছে। সদ্য বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী তার এক বক্তব্যেও বিদ্যুৎ স্থাপনার এই অন্তর্ঘাতমূলক কাজের উল্লেখ করেছেন।

দূর্নীতি উচ্ছেদে ব্যর্থতার অভিযোগ

জোট সরকারের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হল যে, জোট সরকার দূর্নীতি উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়নি। কথাটা ফেলে দেয়ার মত নয়। আসলে নির্বাচনী ওয়াদাও ভেবে-চিন্তে অতটা করা উচিত যতটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। আমার মতে নির্বাচনী ওয়াদায় দূর্নীতি উচ্ছেদের কথা না বলে বরং দূর্নীতি কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে বলা উচিত ছিল। তাহলেই এই ওয়াদাটি বাস্তব ভিত্তিক হত, প্রকৃত পক্ষে আমাদের দেশ সহ স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত দেশে যারা দুর্নীতিতে নিমজ্জিত তারা অশিক্ষিতও নয় বেকারও নয়, রবং শিক্ষিত ও কর্মরত। তারা তাদের অবৈধ উচ্চাভিলাস পূরনের জন্য জনগণকে জিম্মি বানিয়ে ফাইলের মার-প্যাচে তাদের কাছ হতে উৎকোচ আদায় করে নেয়। এসব উৎকোচ গ্রহনকারীরা ডাকাত ও পকেটমারের চেয়েও ভয়াবহ। ডাকাত ও পকেট মারেরা জানের রিস্ক নিয়ে ডাকাতি করে ও পকেট মারে। আর ধরা পড়লে গণ-পিটুনির মাধ্যমে কেউ কেউ মৃত্যুবরণও করে। কিন্তু সেক্রেটারিয়েট ও কালেক্টরীর আরাম কেদারায় বসে কলমরুপ অস্ত্রের সাহায্যে যারা জনগণের পকেট মারে তাদের এ ধরনের কোন রিস্ক নাই। অথচ ডাকাত ও পকেট মারের চেয়েও নিষ্ঠুরভাবে তারা জনগণের অর্থ লোপাট করে। সুতরাং যারা বলে দেশে শিক্ষিতের হার বাড়লে এবং কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি পেলে দূর্নীতি উঠে যাবে, তাদের এধারনা ঠিক নয়। আবার শুধু নিছক আইনের শক্তি দিয়েও দূর্নীতি পুরাপুরি উচ্ছেদ সম্ভব নয়।

দূর্নীতি উচ্ছেদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্প মেয়াদী দুই ধরনের পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে। স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা হল কোন রকম বাচ-বিচার ছাড়া দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করতে হবে। আর দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা হল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সর্বস্তরে নৈতিক তথা ধর্মীয় শিক্ষার প্রচলন করতে হবে। মানুষের মনে সঠিক ধর্মীয় চিন্তা সৃষ্টি ও

www.pathagar.com

কঠোরভাবে আইনের শাসন প্রয়োগ এই দুই ধরনের কর্ম পন্থা গ্রহনের মাধ্যমে ক্রমাগত দুর্নীতি কমিয়ে আনা সম্ভব। সংখ্যায় অল্প হলেও আমাদের সমাজে ও সরকারী পদে আসীন কিছু লোক এমনও আছে যারা নৈতিকতা সম্পন্ন ও পবিত্র ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী। তারা উৎকোচ গ্রহনসহ সব রকমের অনৈতিক কাজ হতে বিরত থেকে কষ্টে ক্লেসে জীবন যাপন করছে। তারা অল্পে তুষ্ট ও ধৈর্যশীল। সুতরাং সমাজ ও সরকার পরিচালনায় এ ধরনের লোক অধিক হারে নিয়োগ করতে পারলেই দুর্নীতি কমিয়ে আনা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা। আর কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।

তবে পূর্ববর্তী আওয়ামী আমলের চেয়ে দূর্নীতি যে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, তার প্রমান সদ্য প্রকাশিত টি.আই. রিপোর্ট (ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল)। আওয়ামী সরকারের আমলে এই রিপোর্টে বাংলাদেশকে বিশ্বের ১নম্বর দূর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে দেখান হয়েছিল। বর্তমান বছরে দূর্নীতি কমে বাংলাদেশ ৩ নম্বরে উঠেছে বলে সদ্য প্রকাশিত টি.আই. রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

দলত্যাগী কতিপয় সুবিধা বঞ্চিত বি.এন.পি নেতার অভিযোগ

পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করছেন যে, ইদানিং কতিপয় দলত্যাগী বি.এন.পি. নেতা ক্ষোভ ও গোস্বা ভরে জোট সরকার তথা বি.এন.পির মন্ত্রী ও এমপিদের ব্যাপারে ঢালাওভাবে দূর্নীতির অভিযোগ দিয়ে চলেছে। দলত্যাগী এসব সুবিধা বঞ্চিত নেতাদের শীর্ষে হল কর্নেল অলি, মেজর আব্দুল মান্নান, এডভোকেট শেখ রাজ্জাক আলী ও ডাক্তার বদরুদ্দোজা চৌধুরী। উপরোক্ত নেতৃবৃন্দ দীর্ঘ প্রায় এক যুগেরও অধিককাল ধরে বি.এন.পির শীর্ষ নেতাদের কাতারে সামিল থেকে প্রচুর সুযোগ সুবিধা গ্রহন করেছে। বর্তমানে বি.এন.পির দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখর কর্নেল অলি ছিলেন ১৯৯১ হতে ৯৬ পর্যন্ত বি.এন.পি সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী, তার স্ত্রীও ছিলেন বি.এন.পির নির্বাচিত এমপি, আর মেজর মান্নান ছিলেন শিল্প ও বস্ত্র মন্ত্রী। মন্ত্রী হিসেবে এরা প্রচুর সুযোগ-সুবিধা গ্রহন করা ছাড়াও বিভিন্ন উপায় সরকারী সুযোগ গ্রহন করে প্রচুর অর্থ সম্পদ কামিয়েছে। কিন্তু তারা উভয়ই ২০০১ সনের ক্যাবিনেটে মন্ত্রীত্ব না পেয়ে গুমরে

www.pathagar.com

মরতেছিলেন। আর বি.এন.পির সাবেক স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী ২০০১ সনে বি.এন.পিতে নমিনেশন না পেয়ে খুবই মর্মাহত ছিলেন।

দলত্যাগী এসব প্রাক্তন মন্ত্রীরা রাজধানীর অভিজাত এলাকায় একাধিক বাড়ী-ঘর ও শিল্প কারখানা স্থাপন করে প্রচুর অর্থ সম্পদের মালিক হয়েছেন। দলীয় শৃঙ্খলা ভংগের কারনে ২০০১ সনে আর তাদেরকে মন্ত্রী করা হয়নি। জনাব বদরুদ্দোজা চৌধুরী বি. এন. পিতে প্রায় এক যুগের অধিক কাল থেকে প্রচুর সুযোগ সুবিধা লাভ করে বি.এন.পির আমলে প্রেসিডেন্টের পদ লাভ করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সূত্রে রিপোর্ট আসতেছিল যে, শীর্ষ পদের সুযোগ নিয়ে তিনি বি.এন.পি তথা জোট সরকারের বিরোধীদের সাথে গোপন যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। ফলে তার বিরুদ্ধে বি.এন.পির এমপিদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং তাকে প্রেসিডেন্টের পদ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। ফলে তিনিও বি.এন.পির উপরে ক্ষুব্ধ হন। কর্ণেল অলিসহ এরা সকলেই বি.এন.পিতে থাকা কালীন আওয়ামী লীগারদের বিরুদ্ধে ছিল চরম সোচ্চার, কর্ণেল অলির বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে চন্দনাইশ থানার আওয়ামীলীগ নেতারা আওয়ামী কর্মীদেরকে হত্যা ও তাদের ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে দেয়া ও সরকারী ক্ষমতা বলে তাদেরকে গ্রেপ্তার করার ডালাও অভিযোগের ফিরিস্তি অধুনা ছাপিয়ে লাখ লাখ কপি চট্টগ্রামে বিতরণ করেছে। বি.এন.পি হতে সদ্য বিদায়ী এসব সুবিধা বঞ্চিত নেতারা মিলে এল.ডি.পি নামক একটি নূতন দল করেছে। শুনা যাচ্ছে জোট সরকারের প্রতি বৈরী পার্শ্ববর্তী দেশের একটি গোয়েন্দা সংস্থা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে চারদলীয় জোটে ভাঙ্গন সৃষ্টিতে অপারগ হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রচুর নগদ নারায়ন দিয়ে এদেরকে চারদলীয় জোটের বিরুদ্ধে মাঠে নামিয়েছে। তারা এখন আওয়ামী লীগের চেয়েও কয়েক ধাপ অগ্রসর হয়ে বি.এন.পি নেতাদের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে দূর্নীতির অভিযোগ করে চলেছেন। প্রশ্ন হল তারা প্রায় একযুগ সময় ধরে সুযোগ সুবিধা গ্রহন করার সময় এসব অভিযোগ কেন তুলেননি? তাদের কেউ কেউ বি.এন.পির নীতি নির্ধারক কমিটিতেও দীর্ঘদিন ধরে ছিলেন। সেখানেও তারা এসব দূর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেননি। সুতরাং একথা এখন নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, পদ না পাওয়ার ক্ষোভে ও ২০০৭ সনে বি.এন.পির নমিনেশন না পাওয়ার আশংকায় তাদেরকে জোট সরকারের বিরুদ্ধে মাঠে নামাতে উদ্যোগী করেছে।